বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রথিকৃৎ ম হামিদ

◁ প্রথম পাতার পর:

আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে পেতে হবে। তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার কারো নেই বা দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে তিনি আরও বলেন, আজও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অপরাধী নাৎসীদের বিচার হচ্ছে এবং সাজা পাচ্ছে। বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদেরকে অন্যান্যদের মতো ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার করতে হবে। বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে তিনি বলেন, ৩৬ বছর পর আজও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সফল হয়নি তবে তরুণদের হাত ধরেই এখন আমাদের সেই সকল স্বপ্ন সফল করতে হবে।

বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত জনাব ম হামিদ দুপুর ২টায় বাংলাদেশ সেন্টারে আয়োজিত বাংলা পাঠশালা অব লস এঞ্জেলেসের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে অপরাজেয় বাংলার রূপকথা বর্ণনা করেন এবং অজানা অনেক তথ্য প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, কিভাবে সেই অপরাজেয় বাংলা নির্মাণ হয়। তিনি বলেন, দু'টি কারণে জাতিতে দুর্ভোগ নেমে আসে। একটি দুর্ভিক্ষ এবং অপরটি হলো মৌলবাদ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে জেগে উঠেছিলো হতাশা এবং সেই হতাশা থেকে মুক্তির জন্য পরিকল্পিত হয়েছিলো অপরাজেয় বাংলার ভাস্কার্য যা মূর্তি হিসাবে নসাৎ করার ষড়যন্ত্র চলে আসছে শুরু থেকেই।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম হামিদকে বাংলা পাঠশালার চেয়ারম্যান কাজী মশহুরুল হুদা ও পরিচালক সৈয়দ এম হোসেন বাবু স্বীকৃতি স্বরূপ তুলে দেয় সনদ পত্র। একই দিনে সন্ধ্যায় তিনি বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করেন উত্তরণ শিল্পগোষ্ঠী আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে। এখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধের অমর গাঁথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেন। উত্তরণ গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ হাসেম উত্তরণের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের জন্য এচিভমেন্ট এওয়ার্ড প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, জনাব ম হামিদ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে দু'সপ্তাহ অবস্থান করবেন এবং অবস্থানকালে তিনি লাস ভেগাস, সান্ডিয়াগো ও সানফ্রান্সিসকোতে যাবেন। ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৭ তিনি পূর্ব উপকূল অঞ্চলের নিউইয়র্ক প্রত্যাবর্তন করবেন এবং সেখানে তিনি দু'সপ্তাহ ব্যাপী অবস্থানকালে প্রবাসীদের নাট্য আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও মিডিয়া সকলের সাথে মিলিত হবেন। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের স্বপক্ষে জনমত আদায়ের জন্য প্রবাসী সমাজকে প্ররোচিত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ম হামিদের স্ত্রী অভিনেত্রী ফাল্গুনী হামিদ, কন্যা অভিনেত্রী এবং অভিনেতা সাজ্জাদের সহোদর।

বাংলাদেশ সেন্টারে ম হামিদের সাথে লস এঞ্জেলেস প্রবাসীর মত বিনিময় ও কনসুলেট জেনারেলের বাসায় নৈশ ভোজ

একুশ রিপোর্ট

গত ২২ ডিসেম্বর, শনিবার, ২০০৭ লস এঞ্জেলেসে ম হামিদের আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ সেন্টারে প্রবাসী লস এঞ্জেলেসবাসীর সাথে এক মনোজ্ঞ মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লস এঞ্জেলেসের শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, লেখক, নাট্যকর্মীসহ সচেতন মানুষের সমাগম ঘটে। পরিচিতজনেরা মত বিনিময় অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন মামুন রিয়াজী, শহিদুল ইসলাম, সাইফুর রহমান ওসমানী জিতু, শিউলি মিজান, শঙ্কু আইচ, বদিউল আলম, মিজান শাহিন, ইসমাইল হোসেন, জাহিদ হোসেন পিন্টু, সোহেল রহমান বাদল এবং ম হামিদকে উদ্দেশ্য করে মানপত্রের জন্যে কবিতা আবৃত্তি করে শোনান কবি তরুণ চৌধুরী। লস এঞ্জেলেসবাসীর পক্ষ থেকে ম হামিদকে পুষ্প অর্পণ করে বাংলাদেশ সেন্টারের চেয়ারম্যান শিউলী মিজান এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন বদিউল আলম বদি। মত বিনিময় অনুষ্ঠানে ম হামিদ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন। কথা প্রসঙ্গে বলেন, স্বাধীন দেশে সরকারী চাকুরীরত অবস্থায় দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ ঘটা সত্ত্বেও তিনি অনুমতি পান নি। অবশেষে রির্টায়ার নেওয়ার পর সেই সুযোগ হওয়াতে প্রবাসে সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও মত বিনিময়ের সুযোগ ঘটেছে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাজী মশহুরুল হুদা।

গত ২৩ ডিসেম্বর, রবিবার, ২০০৭ ওন্টেরিওতে জনাব শহিদুল ইসলাম আয়োজন করেছিলেন সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় বসবাসরত প্রাক্তন নাট্যচক্রের সমাবেশ। জনাব ম হামিদ বলেন যে, তিনি ৬৯-এর গণ আন্দোলনে হুলিয়ায় কুমিল্লায় পালিয়ে যান এবং সেখানে সূর্য সেনের জীবনী পড়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জেগে ওঠেন। তিনি লস এঞ্জেলেসবাসীর সমাবেশে একটি কথা বার বার বলেন যে, আপনাদেরকে কমিউনিটির বাইরে বের হতে হবে। নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিশ্বের জন্য আমাদের দ্বার খুলে দিন।

জনাব ম হামিদকে কনসুলেট জেনারেল আবু জাফর ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে তার বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে অভ্যর্থনা জানান। সেই সাথে লস এঞ্জেলেসের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এমন কি লস এঞ্জেলেসে আগত প্রাক্তন এ্যাম্বাসেডর এ কে এম ফারুকও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ম হামিদ উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, প্রবাসে সরকার এবং প্রবাসীদের মধ্যে যে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশ দেখেছেন তা জাতির জন্য আশাব্যঞ্জক। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন উইলি ফ্রাঙ্কলি। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় ফটো সাংবাদিকতার ভূমিকা পালন করেছিলেন টাইমস ম্যাগাজিনের রিপোর্টার হিসাবে। স্মৃতি থেকে তার স্মরণকাল তুলে ধরেন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে কোরবানীর ঈদকে সামনে রেখে ভোজনের আয়োজন ছিল তৃপ্তিকর। এজন্য সকলেই ফার্স্ট লেডী মিসেস আবু জাফরের প্রশংসা করেন। নতুন মুখের সমাগমে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো। অনুষ্ঠান শেষে মিজান শাহীন ও শিউলি মিজান ম হামিদকে নিয়ে সরাসরি লাস ভেগাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। সঙ্গে উঠে পড়ে শহিদুল ইসলাম ও সাইফুর রহমান ওসমানী জীতু। গত ২৬ ডিসেম্বর ম হামিদ সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আগামী ৩১ ডিসেম্বর দু'সপ্তাহের জন্য নিউইয়র্ক অবস্থান করবেন।

ম হামিদকে নিয়ে আমরা ক'জন

ইসমাইল হোসেন

১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭ বিজয় দিবসের দিন সকালে বাংলাদেশ থেকে উড়ে এলেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম হামিদ। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত প্রযোজক, স্বাধীনতা উত্তর নাট্য আন্দোলনের অন্যতম নির্দেশক, অভিনেত্রী ফাল্গুনী হামিদের স্বামী, অভিনেত্রী তনিমা হামিদের পিতা, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মেধা সম্পন্ন বন্ধু ম হামিদ যেন উপলক্ষ তৈরী করেই লস এঞ্জেলেসে এলেন। ১৬ ডিসেম্বরের বেলা ১১টায় গেলেন বাংলাদেশ কনসুলেটের বিজয় দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে। তারপর বাংলা পাঠশালার শিশুদের হাটে। রাতের অনুষ্ঠান উত্তরণের বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় তাকে সংবর্ধিত করা হলো। পুরো এল এ-তে একটা ম হামিদ জাতীয় ম ম অনুভূতি তৈরী হলো। ভয়েস অব আমেরিকার জিতু ভাই, মাইম খ্যাত একুশ সম্পাদক কাজী মশহুরুল হুদা, বঙ্গবন্ধু ও মাদার তেরেসার স্মৃতি বিজড়িত চিত্রকর মামুন রিয়াজী, নাট্যচক্রের অন্যতম অভিনেতা শহীদুল ইসলাম রনি, অভিনয় শিল্পী শিউলি মিজান, বাংলাদেশ সেন্টারের মিজান শাহীন, লস এঞ্জেলেস বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক জাহিদ হোসেন, এল এ সংস্কৃতির বার্তাবাহক সোহেল রহমান বাদল, ঐতিহাসিক বালার মমিনুল হক বাচ্চু, অজাত শত্রু শংকু আইচ, চলচ্চিত্রকার ও একুশ এর তারুণ্য জাহান হাসান, কবি মুক্তাদির চৌধুরী তরুণ, মতামত সম্পাদক কুদ্দুস খান, লেখিকা পান্না খান, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সহযোদ্ধা আমেরিকান সাংবাদিক - তাকে নিয়ে আলোচনা হলো বাংলাদেশ সেন্টারে। ভোজ সভা হলো শহিদুল ইসলাম রনির বাসায়। সংবর্ধনা হলো কনসাল জেনারেল আবু জাফরের বাসভবনে। পরিকল্পনা হলো নাট্য গ্রুপের। শপথ হলো নতুনভাবে এল এ বাংলার পথ চলার অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ফুল, কেক, ক্যামেরা, ভিডিও কী না হলো তাকে নিয়ে ? তিনিও সময় দিলেন একান্তভাবে। শহীদুল ইসলামের বাসায় বসে এল এ-র সব কর্মকান্ড ও আড্ডা, খবরাখবর, সেই সাথে ই-মেইল করতে ভুললেন না তার প্রিয়তম স্ত্রীর কাছে। স্ত্রী ফাল্গুনী হামিদ অভিনেত্রী, উপস্থাপক, নির্দেশক ও তার স্বামী ম হামিদ এর সাথে আমার পরিচয় আশির দশকের শুরুতে। গল্প লেখক হিসেবে অবজারভার ভবনে সাহিত্য সম্পাদক ফররুখ ফয়সালের ডেস্কে চায়ের আড্ডায় প্রথম পরিচয় ফাল্গুনীর সাথে। জেদ করে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় এসেছেন ফাল্গু-নী। যোগ দিলেন চিত্রালীর সাংবাদিকতা বিভাগে, তারপর নাট্যচক্রে এবং সেই নাট্যচক্রের কেন্দ্র বিন্দুতে ম হামিদ। জড়িয়ে পড়লেন গভীর প্রেমে, প্রেমের পরিণতি বিয়ে। দেখতে দেখতে প্রায় ৩০ বছর কেটে গেল। ৩০ বছর পর সেই ম হামিদ তনিমা হামিদের পরিবর্তে চুমু খেয়ে গেলেন এল এ বাংলার সংস্কৃতিবানদের কপালে।

একুশ এবং আমাদের কমিউনিটি ২০০৭

◁ প্রথম পাতার পর:

দীর্ঘ দিনের পড়ে থাকা স্থানীয় প্রধান স ং গ ঠ ন 'বালা' পুনরুজ্জীবনে একুশের প্রচেষ্ঠা বিশেষ করে একুশ সম্পাদক কাজী মশহুরুল হুদা ও কাজী রহমানের প্রচেষ্ঠা থাকে অব্যাহত। স্থানীয় নতুন ও পুরানো নেতৃবৃন্দ বালা ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সভা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে চলমান অবস্থায় নিয়ে আসে। একুশ ঐতিহ্যবাহী এই বালা (Bangladesh Association of Los Angeles) -কে পুনরুজ্জীবনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখে।

মহান ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে একুশ শুরু করে এক ভিন্নধর্মী প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য একুশ পত্রিকা শুরু করে দেয় জনসংযোগ ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। উদ্দেশ্যে ১). লস এঞ্জেলেসের শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারে স্থায়ী শহীদ মিনার বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্তম্ভ নির্মাণ। মেয়রের কাছে স্বাক্ষর সহ চিঠি প্রদান। ২). স্টেটব্যাপী মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা ও পালন। গভর্ণরের কাছে চিঠি প্রদান এবং ৩). স্থানীয় স্কুল সমূহের পাঠ্যক্রমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অন্তর্ভূক্তিকরণ। স্কুল ডিস্ট্রিক্টগুলিতে মেয়রের মাধ্যমে চিঠি প্রেরণ। ওয়েবসাইটwww.ekusheyfebruary.com হয় একই উদ্দেশ্যে।

এছাড়া একুশের নিয়মিত বিভাগগুলিতে আকর্ষণীয় সব লেখা ও কার্টুন বের হয়। মামুন রিয়াজীর আক্কেল গুড়ুম ও ব্যঙ্গস্বপ্ন ''মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি আঁকোস হালার পুত'', কাজী নাসির উদ্দীনের রচনায় বাংলার সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার প্রয়াসে তার বিশেষ গবেষণা - Horizon of Expectation ; Reception of Rabindranath Tagore in the United States and Britain -এর উল্লেখ্য। কাজী রহমানের আরকার কলামে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার, প্রয়োগ ও নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। তপন দেবনাথ, কাজী মশহুরুল হুদা ও অন্যান্য লেখাগুলিও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকল সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচী এবং যুগপৎ বাফলার বাংলাদেশ প্যারেড আর বৈশাখী ও লোটাস উৎসবের কার্যক্রমে সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া হয়ে ওঠে উৎসব মুখর। বলাই বাহুল্য একুশের মিডিয়া সাপোর্ট ও কভারেজ প্রশংসা কাড়ে স্থানীয়দের। এত সবের মধ্যেও একুশের কার্টুনিস্ট মারীর আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন হয়ে যায় এপ্রিলে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার স্বঘোষিত ও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী মেজর মহিউদ্দীনকে দেশে পাঠানোর পক্ষে ব্যাপক মিডিয়া একশনও শুরু হয় এ সময়। একুশের নিয়মিত সাহিত্য লেখায় মমতাজ শহীদ আদরণীয় লেখা উপহার দেন ১৪১৪ নামে। অন্যদিকে মতামত বিভাগে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়েও বেশ একটু হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়।

সিটিজেনশিপ ফী ৳৬৭৫ হয়ে যাওয়ায় একুশের সৌজন্যে International Rescue Committee ব্যবস্থা করে ফী মওকুফ ও নাগরিকত্ব গ্রহণে সহযোগিতা। বছরের মাঝামাঝি এ সময়টাতে এগিয়ে আসতে থাকে বাংলা উৎসব, বই মেলা ও ফোবানা। একই সাথে ইমিগ্রেশন বিল নিয়ে আশা-নিরাশায় দুলতে থাকে প্রবাসীরা।

প্রিন্ট ও ইন্টারনেট ভার্সান একুশের মাধ্যমে ফোবানা ২০০৭ -এ মিডিয়া পার্টনার হিসাবে স্থানীয় ও নর্থ আমেরিকাতে জনমত গড়ে তোলে। ক্যানসাসে বাংলাদেশ সম্মেলনে একুশকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা। নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন দৃঢ় করা ও বাংলা ভাষার প্রচারের বাহক হিসাবে একুশকে বাংলা পাঠশালা সম্মাননা পদক প্রদান করে। ডিজিটাল ডিপ্লোমেসীর সহযোগী হিসাবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অব লস এঞ্জেলেসের বিদায়ী কন্সাল জেনারেল মোঃ সামসুল হক একুশকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করে স্মারক সনদ ও পদক প্রদান করে। রিভারসাইডের বাংলাদেশী কমিউনিটি একুশকে সমাজসেবার জন্য বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে প্ল্যাক প্রদান করে।

কমিউনিটিতে ধনাত্মক মানসিকতা উজ্জীবনে একুশের নিরলস প্রচেষ্টায় বশ কিছু সময়োপযোগী ধারালো বক্তব্য ও রিপোর্ট তৈরী করে একুশ। উল্লেখযোগ্য হলো: স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনের মারামারি বন্ধ করা, বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে উদ্যোগ নিয়ে প্রতিবেদন, বাংলাদেশ কনস্যুলেট অব লস এঞ্জেলেসের কর্মকান্ড নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন ইত্যাদি।

একুশের একটি বিশেষ ইস্যুতে অত্যন্ত শক্তিশালী, যুক্তিপূর্ণ, তথ্য নির্ভর ও গঠনমূলক বক্তব্য তুলে ধরে প্রশ্ন রাখা হয়, ''মাতৃভূমির সেবায় প্রবাসে সক্রিয় রাজনীতি কি অপরিহার্য'' ? সেপ্টেম্বরের এই সংখ্যার বলিষ্ঠ লেখাগুলিতে কোন সক্রিয় রাজনীতি পরিহার্য ও বিপদজনক তা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়। ডঃ কাজী নাসির উদ্দীনের 'কূপমন্ডুকতা পরিহার করুন', মুকতাদির চৌধুরী তরুণের চেতনায় বাংলাদেশ, সৈয়দ এম হোসেন বাবুর বাংলাদেশী রাজনীতির বৈধতা, মামুন রিয়াজীর আক্কেল গুড়ুম এবং সর্বোপরি আরকার কলামে কাজী রহমানের তথ্য নির্ভর ও সুনির্দিষ্ট উল্লেখে এ দেশে বাংলাদেশের সক্রিয় রাজনীতি অবিলম্বে পরিহার্য একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

বছরের শেষ দিকে হৃদয় বিদারক ও বুক ফাটা আর্তনাদের মধ্য দিয়ে ৫ বছরের ছেলে মায়ের চোখের সামনে শেষ হয়ে যায়। বাড়ির সামনেই তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন পাষন্ড ড্রাইভার গাছের সংগে গেঁথে ফেলে এবং যাবার পথে আইমানের মায়ের পা নিয়ে যায় সংগে করে। কোলের শিশুটি ছিটকে পড়ে বহু দূরে। মা ও শিশু কোনমতে প্রাণে বাঁচলেও দায়ী খুনী ড্রাইভারের শাস্তি অনিশ্চিত। তাই আইমানের খুনীর শাস্তির দাবিতে গর্জে ওঠে একুশ। মিডিয়া সহায়তা ছাড়াও কঠিন ও নতুন আইন প্রণয়নের দাবী জানায় একুশ এবং পুরো টীম। রোড রেইজ ও রোড রেসে কেউ মারা গেলে তেমন কঠিন শাস্তি নেই বলে আইমান পরিবারের সাথে একুশ দাবি করেছে আইমানস ল' নামে কঠিন শাস্তির আইন।

একুশের ইন্সুরেন্স ইস্যুভিত্তিক প্রতিবেদনে ভাল-মন্দ হাইলাইট করার ফলে স্থানীয় ইন্সুরেন্স ভ্যাটার্ন শহিদুল ইসলাম তার প্রফেশনাল প্রজ্ঞা নিয়ে জনসচেতনামূলক সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। একইভাবে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক (SAN) ইমিগ্রেশন, নারী নির্যাতন নিয়ে স্থানীয় বাংলাদেশ সেন্টারে ওয়ার্কশপ করে। একুশ আশা করছে প্রবাসের স্বদেশী রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা, নতুন প্রজন্ম, বানিজ্য, সংগঠন, চ্যারিটি ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে অনুরূপ সিম্পোজিয়াম হবে, কারণ এই সমস্ ইস্যুই একুশের হাইলাইটের বিষয়।

বছর শেষে সিডর ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ ও দেশে সাহায্য পাঠাতে সকল কার্যক্রমে মিডিয়া সাপোর্ট ও পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে একুশ। অন্যদিকে ক্যালিফোর্ণিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরীতে সাহায্য করছে একুশ। ভ্যালীতে বাংলাদেশী গোরস্থান ইস্যুতেও সর্বাত্মক সহায়তার অঙ্গীকার করেছে একুশ পত্রিকা।

নতুন বছরে একুশের আবার মিডিয়া জগৎ-এ ফিরে আসার পকিল্পনা হিসাবে নতুন ইউটিউব প্রজন্মকে উপহার দিচ্ছে একুশটিউব যা একুশটিউব হিসাবে www.21tube.com স্থানীয় ইস্যুগুলি তুলে ধরবে এবং সুস্থ বিনোদন নিয়ে আসবে।

সবার ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার প্রিয় একুশ।

Visit: www.21tube.com

একুশের পথচলা ও লেখা আহ্বান

◁ প্রথম পাতার পর:

প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য গোরস্থানের প্রেরণা দিয়েছে।

মূলধারার সাথে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করাতে অনুপ্রেরণার সোপান গড়েছে। ককাস গঠনে প্রবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কনসুলেট জেনারেল অফিসের সাথে বিগত বছর পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম এবং প্রকল্প তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। এই এলাকার শিল্প, সাহিত্য চর্চাকে গতিময় করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকার দাবিদার এই একুশ। একুশের মাধ্যমে থেমে থাকা লেখকের আবার নতুন করে লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ফলশ্রুতিতে নতুন নতুন লেখার জন্ম হয়েছে। নতুন প্রজন্মদের লেখার প্রেরণার উৎস একুশ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রচারণায় প্রবাসীদের মধ্যে দেশপ্রেমবোধ জাগিয়ে তুলেছে। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ধর্মীয় চেতনা সব কিছুতেই কোন না কোনভাবে একুশ সুপরিকল্পিতভাবে প্রবাসীদের মাঝে অনুপ্রেরণা, অনুশোচনার জাল বুনে দিয়েছে। যারা প্রবাসের লেখক, তারা একুশকে তাদের লেখা দিয়ে উজ্জ্বল পরিস্নাত বিশ্বাসের অংশীদার হয়েছেন, তাদেরকে আমরা একুশের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করবো আপনারা সমাজ কল্যাণে আপনাদের লেখা নিয়মিতভাবে একুশকে দেবেন যাতে প্রবাসের মানুষ পারস্পরিকভাবে কমিউনিটির মধ্যে সৌহাদ্য ও মমত্ববোধের সৃষ্টি করতে পারে। লেখকরাই কমিউনিটির দূত। আপনাদের মাধ্যমে দেশ হতে দেশান্তরে পৌঁছে যাবে ভালবাসার বন্ধন। একমাত্র ভালবাসায় পজেটিভ কমিউনিটি গঠিত হতে পারে।

আসুন নববর্ষের সূচনায় আমরা অতীতের ভেদাভেদ ভুলে নতুন পৃথিবীর নতুন পাতায় ভালবাসার গান রচনা করি, ভালবাসার মন সৃষ্টি করি। হিংসা, বিদ্বেষ, পরচর্চাকে কোরবানী করে দেই। আগামীর একুশের চেতনাকে সামনে রেখে সকল ভেদাভেদ ভুলে একটি মেঘের নিচে একুশ টিউব ডট কম-এর অভিনত্বে ধারণ করে রাখি এই প্রবাসীর বন্ধন, কমিউনিটির মানুষের স্মৃতিময় কর্মকান্ড। www.21tube.com একুশ টিউব ডট কম নতুন যুগের, নতুন খাতার, নতুন পাতার। একুশ টিউব অনন্ত অসীম, দিগন্তে নীলিমার মতো। এই টিউবের শেষ নেই।

আসুন আপনাদের স্মৃতিময় জীবনকে অফুরন্ত টিউবের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখি। আপনাদের ভিডিও ফুটেজ আমাদের ই-মেইলে পাঠিয়ে দিন। আগামীর একুশ সংখ্যায় একুশ মিডিয়ার জন্মদিনে আমাদের বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। প্রবাস জীবনে আপনাদের মনের যতো কথা যেভাবে তুলে ধরতে চান, সেভাবেই আমাদের সাহিত্যের পাতায় পাঠান। আমাদের বিশেষ সংখ্যা আপনাদের লেখায় ভরে উঠুক জোছনা রাতে তারা ভরা আকাশের মতো। রূপালি অক্ষরে জ্বলজ্বল করবে একুশের পাতায়। সেই সাথে বিজ্ঞাপনদাতাদেরকেও আহ্বান জানাচ্ছি বিশেষ সংখ্যায় আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রবাসী পাঠকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করুন।

Visit: www.21tube.com

। হালখাতা ।

◁ প্রথম পাতার পর:

এর লিখা এবং কার্টুনের ফাইলটা মেঝেতে এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। গুছিয়ে তোলার সময় দু'চোখ মেলে দেখলাম আর ভাবলাম, এইতো গত বছরে ওরা ছিলো, এখন নেই। আগামীতে অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে, শুধু রয়ে যাবে এমনি পড়ে থাকা কাগজে লিখা আর আঁকা কার্টুনগুলো।

২০০৭, ঘাড়টি একটু ঘুরালেই সারা বিশ্বের অবয়বটি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, হত্যা, দুর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সঙ্গে রয়েছে মানুষ নামের জানোয়ারগুলোর মাদকে আসক্ত। একুশ পত্রিকায় আমাদের লিখনিতে প্রতিবাদ ছিলো, কার্টুনে ছিলো তেমনি সত্যের হাস্যকর ব্যাংগাত্মক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের অবয়ব।

জানিনা গত বছরের প্লাস আর মাইনাসের রেজাল্ট - কি হয়েছে আমাদের একুশের পত্রিকায়। তবুও এটা বলতে দ্বিধা নেই যে আমরা সবাই আমাদের প্রবাসীদের এক কাতারে আনার চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগত লাভবান হবার জন্য নয়, শুধু একজন সচেতন মানুষ হিসেবে কথা বলার জন্যেই আমাদের এই 'একুশ'। এই একুশের প্রচারের মাধ্যমে আমাদের সচেতন করে দিয়েছিলো আইমনের মতো জান্নাতী ছেলেটির প্রতি সমবেদনা এবং তার পরিবারের জন্য দোয়া করার জন্যে। প্রতিবাদে প্রবাসীরা সোচ্চার হয়েছিলো। আমাদের একুশে বারংবার আমারা লিখেছি এবং বলার চেষ্টা করেছি প্রবাসী জীবনে এতো দলে কিংবা আঞ্চলিকতায় বিভক্ত না হয়ে আসুন দেশ এবং জাতির স্বার্থে একটি দলে অন্তর্ভূক্ত হই, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশী বাঙালি।

আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহ আপনাদের মূল্যবান প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল অফিস এবং তাদের প্রতিবেদনটি তুলে ধরেছিলাম। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে অবস্থানরত অসুস্থ শিল্পী 'যদি কিছু মনে না করেন' অভিনেতা লালু ভাইয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এনটিভির মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্থানীয় প্রবাসীদের সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়েছিলো। বন্যা, সাইক্লোন, দুর্গত সিডরের সাহায্যের জন্যে আমরা কাঁধে কাঁধ রেখে এগিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেন্টারের কর্মকর্তাদের কাছে আমরা ঋণী। প্রবাস জীবনে এই সময়ের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থেকেও দেশ এবং দেশের সংস্কৃতিকে বুকে বেঁধে রেখেছেন যারা তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। সম্মানীয় ব্যক্তিদের সম্মান দিয়েছি আমরা, ডঃ মোঃ ইউনূস, ম হামিদকে। এইতো আমাদের উদার মনের স্বচ্ছল পরিচয়। ভেজাল কিছুই নেই আন্তরিকতার মধ্যে। আসুন আগামী বছর সবাই এক সঙ্গে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত আক্রোশ ভুলে নতুন এক দৃষ্টান্ত রাখি।

Visit: www.21tube.com

ALWAYS STAND sumaiya BRAND
আলাদিন
Aladin Sweets & Market, Inc.
Largest Wholesaler in USA:
Frozen-Snacks & Foods / Sweet Water Frozen Fish
Bangladeshi Ethnic Dry Foods / Spices & Achars
Frozen Vegetables / Dry fish (Sutki Mach)
Call us now for your order.
Ask For Free Ekush Newspaper
(Your only Authentic News Source in West Coast)
ALADIN Sweets & Market
Importer, Wholesaler & Retailer
139 S. Vermont Ave, Los Angeles, CA 90004
Open: 7 Days 8AM-11:30 PM
Authentic Bangladeshi Halal Food & Sweets
213-382-9592 / 213-736-1800

নতুন ব্যবস্থাপনায় আপনার প্রিয় স্বদেশ ফুড ও গ্রোসারী
4153 West 3rd Street, LA, CA 90020 ▷213-386-7799

INSURANCE
Salam Dharia
Agent / Broker
CA Ins. Lic. #0D08649

Call me for Auto, Home, Business, Worker's Compensation, Health & Life insurance products.
Tell: (213)-389-9999 (Office) (213)-407-4444 (Cell)
3434 W. 6th Street Suite 400-1 Los Angeles, CA 90020
E-mail: dhaka1214@sbcglobal.net

MANZUR MAX CHOWDHURY,
THE MOST BELOVED
INSURANCE AGENT IN TOWN.
FARMERS
Do you love your agent?
AUTO · HOME · LIFE · BUSINESS 1-800-660-5883

ঘরে তৈরী প্রতিদিনকার খাবার ডেলিভারী
প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহ বা প্রতিমাসের জন্যে ঘরে তৈরী প্রতিদিনকার খাবার আপনাকে ডেলিভারী দিতে পারি। ছোট-বড় যে কোন ধরনের খাবারের ক্যাটারীং করি। লোকাল ডেলিভারী।
সার্টিফাইড ফুড হ্যান্ডলার - সুলতানা
(818) 593 4877 (বাসা)

বাংলাদেশীদের জন্যে বিশেষ সুলভ সেবার ব্যবস্থা
মনিকা মুস্তাফা, এম ডি
বোর্ড সার্টিফাইড ইন পেডিয়াট্রিকস
ইনল্যান্ড এ্যাম্পায়ার চিলড্রেন্স মেডিকেল গ্রুপ

Monika Mustafa, M.D.
Board Certified in Pediatrics
Inland Empire Children's Medical Group
8945 Magnolia Ave. #205, Riverside, CA 92503
Tel. (951) 689-9220 Fax. (951) 689-8377

Translation & Interpretation Service
(English><Bengali)
Legal / Medical / Court / Insurance
Immigration / Conference / Meetings.

JANET BISWAS
Cel. (626) 390-1256
Janbiswas@aol.com
1550 E. Elizabeth St.
Pasadena, CA 91104

বিশ্বের যে কোন দেশে বিমান ভ্রমনের ব্যবস্থাপনায় আপনার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান
TRAVEL INTERNATIONAL
18 Years Experience in travel Arrangement
(Domestic and International)
-All Air Lines
-Specializing Around the World
-Last Minute & Discount Tickets
-Lowest & Special Fair
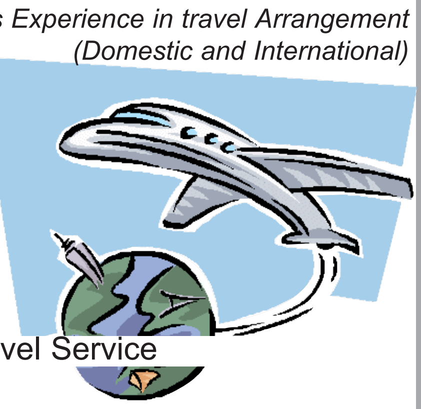
For Your Complete Travel Service Call:
SAMUEL BISWAS
1-(800)-967-9906
(626)-798-9335
Fax: (626)-398-2451
1550 E. Elizabeth St.
Pasadena, CA 91104
E-mail: Travel8411@aol.com
বাংলাদেশে যাবেন?
সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা
শ্যামুয়েল বিশ্বাস
৬২৬-৭৯৮-৯৩৩৫